দৈনিক সংবাদ

063

তারিখ 17 FEB 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকারী বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়ে প্রভাষক পদ চাই

বাংলাদেশে ১৬টি সরকারী বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষাগত যোগ্যতা (অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রী/পি এইচ,ডি) থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে এখনও প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ পদ প্রদান করা হয়নি। বড়ই দুঃখের বিষয় সরকারী কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হয়েও এই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রত্যেকটাতে কিছু সংখ্যক শিক্ষককে অজানিত কারণে নন-গেজেটেড করে রাখা হয়েছে। বিষয়টা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গোচরীভূত করা হলেও সে বিষয়ে কোন পদক্ষেপ এখনও গ্রহণ করা হয়নি। উল্লেখ্য, অনবরত বেসরকারী কলেজগুলো যেখানে হুহু করে জাতীয়করণ হয়ে যাচ্ছে এবং মাদ্রাসার শিক্ষকরা প্রভাষকের মর্যাদা পাচ্ছেন ও প্রদর্শক শিক্ষকরাও সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা সাপেক্ষে প্রভাষক পদ পেয়েছেন সেখানে সরকারী বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষককে নন-গেজেটেড করে রাখা এবং প্রভাষকের পদমর্যাদা না দেয়া অযৌক্তিক নয় কি? এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চীফ ইনষ্ট্রাক্টর এবং ইনষ্ট্রাক্টরগণ প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারের মর্যাদা পেয়ে থাকেন কিন্তু প্রয়োজনীয় উচ্চতর ডিগ্রী থাকলেও জুনিয়র ইনষ্ট্রাক্টররা সেদিক থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তরের এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতা থেকে মুক্তি পেলেও শিক্ষকদের পদমর্যাদার এবং আর্থিক দিকটার কোন মুক্তি হয়নি। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তরের আওতায় থেকে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে যে কলেজগুলোতে পরীক্ষা হয়ে থাকে সেই কলেজগুলোর কোনটাতেই এই জাতীয় পদ নেই। তাই এই ১৬টি সরকারী কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের চীফ ইনষ্ট্রাক্টর, ইনষ্ট্রাক্টর এবং জুঃ ইনষ্ট্রাক্টর পদগুলো পরিবর্তন করে জেনারেল কলেজের শিক্ষকদের পদের অনুরূপ পদ প্রদান করার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সরকারের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ভুক্তভোগী শিক্ষকদের পক্ষে—
বিমল কৃষ্ণ মণ্ডল, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান খান, মোঃ জোনাব আলী ও মোঃ নূর আলী মণ্ডল, ফরিদপুর সরকারী বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়, ফরিদপুর।

বিদ্যুৎ চাই

নরসিংদী জেলার অন্তর্গত মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দী ইউনিয়নের শুকুন্দী একটি বর্ধিষ্ণু ও জনবহুল গ্রাম। গ্রামটি প্রায় ১০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। প্রায় ৮০০০ লোক এই গ্রামের স্থায়ী অধিবাসী। মোট লোক সংখ্যার ৯০% জন কৃষি কাজে নিয়োজিত। বাকীরা চাকরি ও ব্যবসা করে। এই গ্রামে ৩টি বাজার, ১০টি রাইস মিল, ৫টি গভীর নলকূপ, ১৫টি অগভীর নলকূপ, ১টি উচ্চ বিদ্যালয়, ২টি প্রাইমারী স্কুল, ১টি এতিমখানা এবং ছোট বড় অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এত কিছু থাকা সত্ত্বেও বড় পরিতাপের বিষয়, এই গ্রামে কোন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নেই। মনোহরদী উপজেলার প্রায় ৪০টি গ্রাম বিদ্যুতায়িত। শুকুন্দীর পার্শ্ববর্তী হাতিরদিয়া, সৈয়দপুর ও চন্ডভাঙ্গা গ্রামসমূহে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সত্ত্বেও এখানে কোন বিদ্যুৎ নেই। সম্প্রতি তেল ও ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দরিদ্র গ্রামবাসী অনেক সমস্যার সম্মুখীন। বিদ্যুৎ অভাবে এখানকার দুইটি অগভীর নলকূপ, একটি গভীর নলকূপ, চারটি রাইসমিল অকেজো হয়ে আছে। ফলে দরিদ্র কৃষকগণকে বিগত দুই বছর যাবৎ সেচ সমস্যার ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। এখানকার ঐতিহ্যবাহী বড় বাজার ও আবুল হাসানাত এতিমখানাও বিদ্যুৎ অভাবের জন্য ঠিকমত চলতে পারছে না।

এমতবস্থায় উপরোক্ত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রামকে অচিরেই বিদ্যুতায়িত করার জন্য বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

গ্রামবাসীর পক্ষে—
মোঃ ফারুক ফকির ও
মোঃ নূরুল হক ফকির।